সংবাদ

তারিখ 15 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

নিয়োগ বাণিজ্যের তাণ্ডব

# নির্ধারিত সময়ের আগেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

প্রতিনিধি, ইবি

নিয়োগ বাণিজ্যের জের ধরে বন্ধ হয়ে গেল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। দীর্ঘ এক মাস পাঁচদিন হতে অস্থির অচল ক্যাম্পাসে এখন ঈদের ছুটি যোগ করা হয়েছে। ঈদুল আজহা ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী ২২ অক্টোবর হতে ক্যাম্পাস বন্ধ হওয়ার কথা থাকলেও নিয়োগ বাণিজ্যের কারণে ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা বিরাজ করায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আগাম ছুটি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গতকাল হতে আগামী ৮ নভেম্বর পর্যন্ত এ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। গত শনিবার রাত সাড়ে নয়টায় অনুষ্ঠিত জরুরি সিন্ডিকেটে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রোববার বেলা ১২টার মধ্যে শিক্ষার্থীরা আবাসিক হল ত্যাগ করলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তা সিলগালা করে দেয়। এই নিয়োগ বাণিজ্যে

বাকি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

## বন্ধ : ঘোষণা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন আজ ধুমকির সম্মুখীন।

জানা গেছে, গত ৭ সেপ্টেম্বর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইবি ছাত্রলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিন চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে ইতোমধ্যে জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কর্মচারী নিয়োগের দুই শতাধিকের একটি তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির হাতে তারা ধরিয়ে দিলেও তালিকা অনুযায়ী সবার চাকরি না হওয়ায় ছাত্রলীগ পরিবহন ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কৌশলে ক্যাম্পাস অচল করে রেখেছে। এদিকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে চাকরিবঞ্চিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তারা টিএসসিসি পরিচালকের অফিস, মেডিকেল ভবন, প্রশাসনিক ভবন, পরিবহন কার্যালয়সহ ভিসি অফিসে ভাঙচুরসহ একটি চাকরিবঞ্চিতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অ্যাম্বুলেন্স, আটটি বড় বাস ভাঙচুরের কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। আয় কমেই ক্যাম্পাস শূন্য হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরিস্থিতি বুঝে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়ায় কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ পরিবহন মালিক সমিতি। তারা ভাড়া বাড়ানোর ধুয়া তুলে ক্যাম্পাসের ভাড়াকৃত সব বাস বন্ধ করে দেয়। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার আওয়ামী লীগের বড় নেতা ইবি ছাত্রলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসাইনের মামা হওয়ায় তিনি প্রভাব দেখিয়ে ভাড়াকৃত পরিবহন আটকে দিয়েছেন। সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের মনোনীতরা সব প্রার্থী চাকরি না পাওয়ায় তিনি এ কাজ করেছেন বলেও সূত্রটি জানায়। ক্যাম্পাসে পরিবহন ধর্মঘট, চাকরিবঞ্চিতদের তাণ্ডবে ক্যাম্পাস শিক্ষার্থী শূন্য হওয়া, শিক্ষকদের মনে আতঙ্ক বিরাজ করায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গত শনিবার রাতে জরুরি সিন্ডিকেটের আহ্বান করে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকাল বেলা ১২টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল ত্যাগের নির্দেশসহ ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়।